জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - জুলাই ২০০৮/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* ধ্বংসাত্মক আক্রমনের পর পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে জাতিসংঘ মহাসচিবের আহ্বান
* চলমান বিশ্ব সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজন সঙ্কল্পবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ - জি-৮সম্মেলনে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন
* অলিম্পিক খেলার ভ্যানু শান্তি ও বন্ধুত্ব তৈরি সুযোগ করে দেবে-বেইজিং সফরকালে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন
* ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়ের পর কয়েক মাস অতিবাহিত হলেও বাংলাদেশে খাদ্য সাহায্য অব্যাহত আছে- জাতিসংঘ সংস্থা

ধ্বংসাত্মক আক্রমনের পর পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে জাতিসংঘ মহাসচিবের আহ্বান

৭ জুলাই-জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন পাকিস্তানে সাম্প্রতিক সিরিজ বোমা হামলার পর সকল রাজনৈতিক শক্তিকে 'সন্ত্রাসবাদের অভিশাপ' এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছেন। এ বোমা হামলায় বহু লোক নিহত ও অনেকে আহত হয়।

মুখপাত্র ইস্যুকৃত এক বক্তব্য জনাব বান গতকাল ইসলামাবাদে লাল মসজিদের কাছে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে আত্মঘাতী বোমা হামলার তীব্র নিন্দা করেন। এ হামলায় প্রায় ২০ জন লোক নিহত হন, যাদের বেশিরভাগই পুলিশ এবং আহত হন কয়েক ডজন।

আজ খবরে বলা হয়, করাচিতে একটি সিরিজ বোমা হামলায় ক্ষতির পরিমান আরও বেশি।

বক্তব্যে তিনি আরও বলেন, 'জাতিসংঘ মহাসচিব সন্ত্রাসবাদের যন্ত্রনার বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান এবং হতাহতের পরিবার , পাকিস্তানের সরকার ও জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেন।"

চলমান বিশ্ব সংকট মোকাবেলায় প্রয়োজন সঙ্কল্পবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণ - জি-৮ সম্মেলনে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন

৩ জুলাই- আগামী সপ্তাহে বিশ্বের প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন, জলবায়ু পরিবর্তন ও দারিদ্র দুরীকরণে সংকল্পবদ্ধ পদক্ষেপের মাধ্যমে বিশ্ব খাদ্য সংকট মোকাবেলার আহ্বান জানান।

আজ ওয়াশিংটন পোস্টে ৭ জুলাই হুক্কাইডুতে শুরু হতে যাওয়া গ্রুপ আট শিল্পোন্নত দেশের শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে এক বক্তব্যে জনাব বান বলেন, 'সম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে বিশ্ব অর্থনীতিতে এমন সংকট এর আগে কখনও দেখা যায়নি।'

তিনি বলেন, 'বিশ্বকে জলবায়ু পরিবর্তন থেকে রক্ষা করতে এবং বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে চলমান রাখতে পুর্বের যেকোন সময়ের চেয়ে এই মুহূর্তে আমরা বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার গড়ে তুলে ক্ষুধা ও দারিদ্রের প্রধান প্রয়োজনগুলো মেটানোর মাধ্যমে বেশি কাজ করতে পারি।'

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয় যা একদিকে বিশ্বব্যাপী মানুষের জীবনযাত্রার মান্নোয়ন এবং অন্যদিকে লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষকে দরিদ্র করেছে। মহাসচিব উলে-খ করেন, এমনকি আজও বিস্ময়করভাবে উচ্চদ্রব্যমুল্য সত্ত্বেও বাজারে প্রচুর সরবরাহ অব্যাহত আছে।'

তিনি বলেন, বিশ্বে ইতমধ্যে জ্বালানী, খাদ্য ও পণ্যের উচ্চমুল্য পরিলক্ষিত হয়েছে। একই সময়ে জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেষ দুষণ এই গ্রহের ভবিষ্যতকে হুমকির সম্মুখিন করেছে।

তিনি বলেন, 'আমরা জানি যে এই ইস্যুটি আমাদের সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে: উত্তর এবং দক্ষিণ, বড় এবং ছোট, ধনী ও দরিদ্র সব দেশকে। এবং আমরা জানি আমাদের অবশ্যই তথাকথিত 'প্রান্তের লক্ষ্য লক্ষ্য জনগোষ্টি, যারা আড়ালে আছে, তাদের জন্য বিশ্ব উন্নয়নের সুফল বাড়ানোর উপায় বের করতে হবে।' এধরনের বহুমাত্রিক ও জটিল সমস্যা মোকাবেলার একমাত্র পথ হল: তারা যা তাদের সেভাবে দেখা অর্থাৎ সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজন সবার জন্য সামগ্রিক সমাধান।'

মহাসচিব বলেন, বৈশ্বিক খাদ্য সংকটের কারণগুলোর মধ্যে কৃষি উন্নয়নে যে পরিমাণ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন ছিল তা না দেয়া অন্যতম।

জনাব বান দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার মত সবুজ বিপ-ব ঘটানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যা এ অঞ্চলের উন্নয়ন ঘটিয়েছে। তিনি এজন্য জি-৮ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে আগামী তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য সরকারী সাহায্য তিন গুন করার আহ্বাণ জানাবেন। সেই সাথে দরিদ্র দেশগুলোর কৃষকদের জন্য বীজ, সার এবং অন্যান্য কৃষি সরঞ্জামাদির সরবরাহ এবং যেসব প্রতিবন্ধকতা বাণিজ্য ব্যবস্থার বিকৃতি ও দ্রব্য মুল্য বৃদ্ধি করে সেগুলো দুর করতে জরুরী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেন, বিশুদ্ধ ও সহনীয় শক্তি অর্জনে বিকল্প প্রযুক্তির ব্যবহার সবচেয়ে বেশি আশা ব্যঞ্জক। সমগ্র উন্নত বিশ্বে সামাজিক আচরণ ও ভোগের ধরণ পরিবর্তনের মাধ্যমে এই রুপান্তরে সহযোগিতা করতে নির্দেশনা প্রদান ও প্রচারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব রয়েছে। মহাসচিব লেখেন , ' যত বেশি সম্ভব পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সবুজায়নে আমরা অবশ্যই সাহায্য করব।'

জনাব বান বলেন, বিশ্ব Adaptation Fund কে অর্থায়ন ও এর কার্যপ্রণালী নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে জি-৮ নেতৃবৃন্দ 'অগ্রগতির বৃহৎ পদক্ষেপ' গ্রহণ করতে পারেন। গ্রীণ হাউস গ্যাসের সীমিতকরনে একটি ব্যাপকভিত্তিক চুক্তি করতে নেতৃবৃন্দকে আলোচনায় বসারও তাগিদ দেন।

২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র বিরোধী নির্ধারিত লক্ষ্যসমুহের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, হুক্কাইডু সম্মেলন সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহ অর্জনে আমাদের অঙ্গীকারের অগ্রগতি পরীক্ষা করবে। তিনি বিভিন্নদেশ বিশেষ করে আফ্রিকার দেশগুলোর উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহ অর্জন করতে দাতাদের তাদের অঙ্গীকার পুরণ করার আহ্বাণ জানান।'

জনাব বান গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, 'আমাদের হুক্কাইডু সম্মেলনে ও এর পরেও কাজ করতে হবে এজন্য নয় যে আমাদের এটা প্রয়োজন বরং এজন্য যে এতে আমাদের সবার সমৃদ্ধি হবে।'

অলিম্পিক খেলার ভ্যানু শান্তি ও বন্ধুত্ব তৈরি সুযোগ করে দেবে-বেইজিং সফরকালে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন

২জুলাই- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ বেইজিং অলিম্পিক খেলাকে শান্তি ও বন্ধুত্ব তৈরির একটা সুযোগ বলে উলে-খ করেন। মহাসচিব সম্প্রতি বেউজিং এ অনুষ্ঠিতব্য অলিম্পিক খেলার ভ্যানু পরিদর্শন করেন, যেখানে আর মাত্র এক মাস পর সারা বিশ্ব থেকে ক্রিড়াবিদ ও ক্রিড়ামোদীরা একত্রিত হবেন।

বেইজিং এ প্রতিযোগিতার প্রধান ভ্যানু, বার্ডস্ নেস্ট সট্যাডিয়াম পরিদর্শন শেষে জনাব বান সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি আশা করি অলিম্পিক খেলার নিরপেক্ষ প্রতিযোগিতা বিশ্বের ক্রিড়াবিদ ও জনগণের জন্য পারস্পারিক বোঝাপড়া, ভ্রাতৃত্ব, সংহতি এবং বন্ধুত্ব তৈরির একটি ক্ষেত্র তৈরি করবে।'

মহাসচিব অলিম্পিক খেলার জন্য চীনের প্রস্তুতির ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, যেসব সুযোগ-সুবিধা ও প্রযুক্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলো খুবই উন্নত বলে মনে হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'এটা সত্যি প্রশংসনীয়, এমন চমৎকার আয়োজন আমি এর আগে কখনও দেখিনি।'

জনাব বান আরও বলেন, ' আমি প্রায় নিশ্চিত যে অলিম্পিক খেলার ইতিহাসে এবারের বেইজিং অলিম্পিক খেলা হবে সবচেয়ে সফল।'

চীনের রাজধানীতে অবস্থানকালে মহাসচিব চীনের রাষ্ট্রপতি হু জিনতাও, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াং জিচি এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণের সাথে বৈঠকে মিলিত হবেন।

জনাব বান জাপান সফরের প্রাক্কালে গতকাল বেইজিং পৌছেছেন। এটা তার তিনজাতি সফরের প্রথম যাত্রা বিরতি। এরপর তিনি কোরিয়া প্রজাতন্ত্র হয়ে হুক্কাডুর প্রধান শিল্পোন্নত দেশগুলোর জি-৮ শীর্ষ সম্মেলণে যোগদানের জন্য জাপানে ফিরে যাবেন।

ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড়ের পর কয়েক মাস অতিবাহিত হলেও বাংলাদেশে খাদ্য সাহায্য অব্যাহত আছে- জাতিসংঘ সংস্থা

১ জুলাই- জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচি (WFP) আজ বাংলাদেশে গত বছরের ঘূর্ণিঝড় সিডড়ের পর এখনও যেসব পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় বাস করছে তাদের খাদ্য প্রাপ্তিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া এবং ক্ষতিগ্রস্থ এলাকায় সহায়তা অভিযান অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয়।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচির সাংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ব-দ্বীপ দেশটিতে নভেম্বর বা ডিসেম্বরের আগে পরবতী মৌসুমের ফলস আসবে না এবং বেশিরভাগ গৃহস্থালীতে সেই সময় পর্যন্ত চালানোর জন্য পর্যাপ্ত মজুদ নেই।

সংস্থা আরও বলে, বিশ্বব্যাপী অনেক মৌলিক খাদ্য দ্রব্যের মুল্য বৃদ্ধির কারণে অনেক পরিবার নিজেদের প্রয়োজন মতো খাবার কিনতে পারে না।

গত বছর মধ্য নভেম্বরে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় সিডর আঘাত হানার পর গত মাসে জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসুচি (WFP) সপ্তম বারের মত সাধারণ খাবার বিতরণ করে। এই ঝড়ে ৩,০০০ এরও বেশি লোক মারা যায় এবং লক্ষ্য লক্ষ্য মানুষকে বাইরের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়।

WFP এর সাম্প্রতিক খাদ্য বিতরণ পর্ব থেকে বাংলাদেশের প্রায় ১.৫ মিলিয়ন লোক উপকৃত হয়েছে। এই খাবারের মধ্যে আছে রেশনের চাল, ডাল, ভোজ্য তেল, মিশ্রিত খাবার, লবন এবং উচ্চ শক্তি প্রদায়ক বিস্কুট।

WFP এর Country Director এডওয়ার্ড কালন বলেন, চলমান বর্ষা মৌসুমের কারণে সৃষ্ট উপকরণগত সমস্যা সত্ত্বেও খাদ্য বিতরণের সাম্প্রতিক পর্বটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় পরবতী সময় থেকে সংস্থা কমপক্ষে মোট ৬৩,০০০ টন জরুরী খাদ্য সরবরাহ করেছে।

** ** **